তারিখ 25 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

আমাদের সময়

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ শতাংশ অধ্যাপক পাবেন প্রথম গ্রেড

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দাবির মুখে ২৫ শতাংশ অধ্যাপককে প্রথম গ্রেডে যাওয়ার সুযোগ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেতন বৈষম্য দূরীকরণ মন্ত্রিসভা কমিটি। গতকাল বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে 'বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সভাপতিত্বে বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান, অর্থ সচিব মাহবুব আহমেদ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও মহাসচিব এএসএম মাকসুদ কামালসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সাংবাদিকদের বলেন, দীর্ঘদিন পর একটা সমাধানে পৌঁছা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গ্রেড-২ থেকে গ্রেড ১-এ এবং গ্রেড-৩ থেকে গ্রেড ২-এ পদোন্নতি পাবেন। তবে মোট অধ্যাপকদের ২৫ শতাংশ গ্রেড ১-এ পদোন্নতি পাবেন। এ জন্য কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। সেগুলো হলো– প্রথম গ্রেডে উন্নীত হতে হলে দ্বিতীয় গ্রেডে অন্তত দুই বছর চাকরি করতে হবে; সর্বমোট চাকরির বয়স হতে হবে ২০ বছর। অর্থমন্ত্রী বলেন, এখন একটি কার্যপত্র তৈরি করা হবে। তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হবে। পরে আরও কিছু কাজ রয়েছে, তারপর এটা কার্যকর হবে।

শিক্ষক সমিতির অভিনন্দন

অর্থ সচিব মাহবুব আহমেদ বলেন, প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অধ্যাপক পদে পদোন্নতি বা পদায়ন পাবেন। অধ্যাপক পদে চার বছর কোয়ালিফায়িং চাকরির মেয়াদ এবং স্বীকৃত জার্নালে গবেষণাধর্মী নতুন দুটি

এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ শতাংশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) আর্টিকেল প্রকাশের শর্তে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় গ্রেড প্রাপ্ত হবেন। অন্যদিকে মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা। গতকালের মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্তের পর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা খুবই খুশি। যে দাবি আদায়ে সংগ্রাম করেছিলাম, তা আদায় হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব এএসএম মাকসুদ কামাল বলেন, আজকের (গতকালের) সিদ্ধান্তে তারা খুশি। এ নিয়ে তাদের আর কোনো কর্মসূচি থাকছে না। তবে তারা আরও খুশি হবেন, যখন বিশ্ববিদ্যালয় শিকদের জন্য সুপার গ্রেডের পদ সৃষ্টি করা হবে।